দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 16 APR 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রাইমারিতে এমসিকিউ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রশ্ন যুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় কর্মশালায় পরিমার্জিত এই প্রশ্নপত্রের কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ওয়েবসাইটে (www.nape.gov.bd) পরিমার্জিত নতুন প্রশ্নপত্রের কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

এর আগে গত ৩ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ঘোষণা দিয়েছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী

(৪ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

প্রাইমারিতে এমসিকিউ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষায় - এবার থেকেই আর এমসিকিউ থাকছে না। এমসিকিউ প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগসহ এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে নানা মহলের আপত্তির মুখে এ ঘোষণা দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান তাদের সিদ্ধান্তকে 'বিপ্লবাত্মক' বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এমসিকিউর বদলে সব প্রশ্নই হবে যোগ্যতাভিত্তিক। প্রাথমিকে এই যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নকেই বলা হয় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বা সৃজনশীল প্রশ্ন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগগুলো বন্ধ করার জন্য ইতোমধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কিছু কিছু বিষয় প্রয়োগ করা হয়েছে। আমরা চাইছি, কায়দা করে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা যায় কি না।

বছরের তিন মাস চলে যাওয়ার পর কেন সিদ্ধান্ত? এমন প্রশ্নে মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এখন এপ্রিল মাস। পরীক্ষা হবে নবেম্বরে। এখনও বহু দেরি। বাংলাদেশে যত বিপ্লব, আন্দোলন ও সংগ্রাম হয়েছে, তা এক-দুই মাসের মধ্যেই শেষ হয়েছে। আমাদের প্রস্তুতি হলো টিকচিহ্ন (এমসিকিউ) না নিয়ে পরীক্ষা নেয়া। বিদ্যালয়গুলোকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি শিক্ষকদের পাঠ্যসূচী - অনুসারে শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। ওই সংবাদ সম্মেলনে নতুন নিয়মে প্রশ্নের কাঠামো এবং নম্বর বণ্টন কেমন হবে তা জানানো হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

নেপের আদেশে উদ্বেগের অবসান হলো। নতুন প্রশ্ন কাঠামোতে দেখা গেছে, প্রাথমিক সমাপনীর প্রতিটি বিষয়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বাদ দিয়ে সেখানে সত্য-মিথ্যা, এক কথায় উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, শব্দ অর্থ লিখন, বাক্য গঠন, বিরাম চিহ্ন লিখন, বাক্য গঠনসহ বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জুড়ে দেয়া হয়েছে। নতুন ধারার প্রশ্ন যুক্ত করে এবার থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে। এমসিকিউ প্রশ্ন বাদ দেয়া হলেও পরীক্ষার সময় আগের মতো আড়াই ঘন্টাই থাকবে। তবে এ নিয়ে আপত্তি উঠেছে এরই মধ্যে। অভিভাবকরা বলছেন, এমসিকিউতে যে সময় প্রয়োজন সেই সময়ের তুলনায় বেশি সময় প্রয়োজন লিখিত প্রশ্নের জন্য।

গত বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রায় সব বিষয়ের প্রশ্ন পরীক্ষার আগের রাতে বা পরীক্ষার সকালে ফাঁস হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে তা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার। এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জেএসসি-জেডিসি এবং এবারের এসএসসি পরীক্ষাতেও। প্রশ্নফাঁস মহামারী আকার ধারণ করায় প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। বিষয়টিকে আমলে নিয়ে প্রশ্নফাঁস রোধে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় এমসিকিউ তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এসএসসিতে এমসিকিউ প্রশ্ন প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তখন মোট ৫০টি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। প্রতিটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১ নম্বর করে। দীর্ঘদিন ওই ব্যবস্থা চলার পর প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে এখন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় এমসিকিউ অংশ কমিয়ে আনছে সরকার। আর এবার থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হবে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক বা সৃজনশীল প্রশ্নে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ॥ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন সম্ভব নয়। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (আইডিইবি) মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের (STEP)' সহায়তায় এই কর্মশালা আয়োজন করে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলী, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস।